চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির ১৫৫১ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটাই চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৫১তম পর্বে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাবেক সভাপতি বনোয়ারী লাল বাগলা গুরুতর অসুস্থ থাকায় ওনার সুস্থতা কামনা করা হয়। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন আবু নাসিফ খলিল, নটরাজ হারুন অর রশিদ, খালেকুজ্জামান, এম এ হামিদ,শওকত আলী বিশ্বাস,কাজল গুরু, বনলতা, মিম্মা সুলতানা,সুমন মালিক,শহিদুল ইসলাম, আনছার আলী,কাজল মাহমুদ, হুমায়ুন কবীর,সুমন ইকবাল,ডা. তোফাজ্জল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ, সহ সভাপতি আনছার আলী, কাজল মাহমুদ,আবু নাসিফ খলিল প্রমুখ। চিরায়ত সাহিত্য থেকে লেখা পাঠ করেন এ্যাড. বজলুল রহমান। অনুভূতি ব্যক্ত করেন অধ্যক্ষ শাহাজাহান, শেখ সেলিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোলাম কবীর মুকুল, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে ব্যাবক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকা সত্বেও অনেক কার্ডধারীকে দেয়া হয়নি মালামাল। সকাল থেকে দিনমুজুর কামাই করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে খালি হাতে। মালামাল না পেয়ে নিজের কার্ড ফেরত চাইলেও তা দেয়নি কর্তপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ভুক্তোভোগি মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে গত পরশু বৃহস্পতিবার টিসিবি’র পন্য বিক্রির নির্ধারিত দিন ধার্য ছিলো। কার্ডপ্রতি ৪৭০ টাকায় ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুরির ডাল এবং ২ লিটার তেল বরাদ্ধ ছিলো। ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের কলম আলী, ইনতাজ, মমিন, রাজ্জাক, আছিয়া, জবেদা, আ.রহমান, মনভাজ, কহিনুর, আনেছা, শুকুর আলী, শামীম, আমিরুল, নেকবার, আনারুল, বিল্লাল, জরি আলী, বকুল, জাহাঙ্গীর, সাদিকুল, নাজমা, রহিমা, খাইরুল, কাবিল, শহিদুল, জামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকে আমরা টিসিবি’র মালামাল পেয়ে আসছি। সে মোতাবেক জন কামাই করে সকাল টিসিবি’র মালামাল কেনার জন্য পরিষদে যায়। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয় তালিকায় তোমাদের নাম নেই। তখন আমরা আমাদের কার্ডটি ফেরত চাই। কার্ড ফেরত দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় দায়িত্বরতরা। এক এক সময় একএক ধরনের তথ্য দেয়া হয় আমাদের। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং হট্রগোল ও চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। চৌকিদার মিজানুর, আজিজুল ও আমিরুল আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও মারমুখি আচরণ করে। আমরা কেন টিসিবি’র পণ্য পাবনা তার যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। অধিকার চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

দামুড়হুদায় জাতীয় যুব দিবস পালিত

“দক্ষ যুব গড়বে দেশ,বৈষম্যহীন বাংলাদেশ”-এ স্লোগান কে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলায় জাতীয় যুব দিবস -২০২৪ পালিত হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা-যুব ঋণ-সনদ ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, দামুড়হুদা কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহল।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জামান পলাশ,সাধারণ সম্পাদক তানজীর ফয়সাল।

সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান,সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মশিউর রহমান,শারমিন নাহার,সাংবাদিক হাতেম সহ প্রায় অর্ধশতাধিক যুবক।

আলোচনা সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, আমরা বীরের জাতি,আমাদের যুবরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো নিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে এবং সফলতা অর্জন করবে এমন আশাব্যাক্ত করে।

আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন ট্রেডে ২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত প্রশিক্ষিত যুবকদের মাঝে ৩০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৬ লাখ টাকার যুব ঋণের চেক, ৩ জনকে প্রশিক্ষণ সনদ ও ১০ জন যুবকের মাঝে ফলজ গাছের চারা বিতরণ করেন।

আলমডাঙ্গার জামজামি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও নিয়োগবাণিজ্যসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া স্কুল ফান্ডের টাকায় কেনা জমি স্ত্রীর নামে রেজিস্ট্রিসহ শিক্ষকদের বেতন বন্ধ রেখেছে ওই অধ্যক্ষ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা এসব অভিযোগ তোলেন।

তারা বলেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অধ্যক্ষ বনে গেছেন। দেশের পটপরিবর্তনের পর শিক্ষক ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা তাঁর বিষয়ে মুখ খুলতে বসেছে।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, ১৯৯৯ সালে আলমডাঙ্গার জামজামী গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামের শাহাদৎ হোসেন মন্টু ৪২ শতক ও মঙ্গল সর্দ্দার নামের একব্যক্তি ৩০ শতক জমি দান করেন। গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মহিবুল ইসলাম। তিনি স্কুলের পাশে প্রতিষ্ঠানের টাকায় নবিরন নেছা নামের এক মহিলার নিকট থেকে ৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। ওই জমি ক্রয়ের সময় প্রধান শিক্ষক মহিবুল ইসলাম তার স্ত্রী জেসমিন আরার নামে রেজিষ্ট্রি করেন। কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা খোলা হয়। কলেজ শাখা খোলার সময় মহিবুল ইসলাম তার স্ত্রীকে দিয়ে জমিটি কলেজের নামে রেজিস্ট্রি করে অবৈধভাবা দাতা সদস্য মনোনীত

হন। এছাড়াও ততকালিন ক্ষমতাসিনদের ছত্রছায়ায় শিক্ষকদের সাথে অসদাচারণ,বেতন না দিয়ে শিক্ষদের হয়রানি করাসহ শিক্ষক নিয়োগের নামে টাকা আত্মসাত করেন।

প্রতিষ্ঠানের সাবেক ম্যাজিং কমিটির সদস্য রফি উদ্দিন জানান, তার ভাগ্নে হবি থানার গাংদী গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের চাকুরীর জন্য অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের নিকট চারজন শিক্ষককে সাথে নিয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা দেন। পরে দুই দফায় রফিউদ্দিন আরও ১ লাখ ৫ হাজার টাকা দেন। ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে জাহাঙ্গীর আলমকে চাকুরী দেননি। চাকরী না পেয়ে টাকা ফেরৎ চাইতে গেলে তিনি আওয়ামীলীগের ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মহিনুর রহমান, জহুরুল ইসলাম, ছানোয়ার হোসেন, আরমান আলী, জিন্নাত আলী, হেকিম আলী, শরিফুল ইসলাম, ইমাদুল হক, আবুল কাশেম অভিযোগ করে জানান অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম গত ১৬ বছর ধরে দলীয় ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে তার তেলবাজ অনুসারী শিক্ষকদের সাথে নিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি করে প্রতিষ্ঠান চালাতেন। তিনি তৎকালিন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সেলুন জোয়ার্দ্দারের ভাই রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকেও সভাপতি করেন । তাকে সাথে নিয়ে মেতে উঠেন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বাণিজ্যে। কয়েক বছরে নিয়োগ বাণিজ্য করে প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করে অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম। দীর্ঘ বছর ধরে প্রতিষ্ঠান থেকে কোন টাকা শিক্ষকদের দেননি, এমনকি শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নেওয়া উপবৃত্তির টিউশন ফ্রির টাকাও আত্মসাৎ করেন তিনি।

শিক্ষকরা আরও জানান, বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বেতন বিনা কারণে বন্ধ করে রেখে হয়রানি করেন।

অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম তার দাড়ি ছিড়ে দেওয়াও হুমকি দেওয়া সহ প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু শিক্ষককে মামলার ভয় দেখাতে থাকেন।

এসকল অভিযোগ তুলে শিক্ষকরা অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের অপসারন দাবী করেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম বলেন, তার নামে শিক্ষকরা যে সকল অভিযোগ তুলেছেন তা সঠিক নয়। তিনি এসকল কাজের সাথে জড়িত নন।

দর্শনায় ছাত্র জনতার নির্যাতন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অবিভাবকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা বাজার থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়।

এ মিছিলে ৪ আগস্ট কতিপয় দুর্বৃত্ত কতৃক ছাত্র জনতার উপর নগ্ন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্র জনতার অবিভাকরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় দর্শনা থানা এলাকায় নির্যাতনের স্বীকার ছাত্র জনতার অবিভাবক মা বাবা ভাই বোন ও আত্নীয় স্বজনেরা মানব বন্ধনে দাড়ালে দর্শনা -চুয়াডাঙা গামী ও দর্শনা -যশোরগামী পরিবহন সহ সব ধরনের যান বাহন চলাচল আধাঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারন মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টি হয় জানজোটের।

এ সময় ছাত্র জনতা দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড বগ চত্তরে ৪ আগষ্টের কথা তুলে ধরে। এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিব আহম্মেদ,সজিব হাসান,পলাশ আহম্মেদ,রুবেল হোসেন,সাইদুর রহমান লিংকন ও আঃ হাই মিয়া।

এ সময় বক্তব্যকালে বলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাসহ ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের গুন্ডা বাহীনী দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ছাত্ররা আরও বলেন,ফ্যাসিস্ট সরকারের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন ছাত্র জনতার প্রতিরোধে যেসব সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফের এলাকায় এসে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেস্টা করছে,তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে হুসিয়ারি দেন।

দর্শনাতে ২ পলাতক আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে দর্শনা পৌরসভার জয়নগর ও দর্শনা থানা পাড়ায় অভিযানে দীর্ঘ দিনের ২ পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় আজ বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা জয়নগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই সেকেন্দার আবু জাফর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় তার বাড়িতে। এ সময় পুলিশ দীর্ঘ দিনের পলাতক আসামি জয়নগর গ্রামের নাসির উদ্দীনের ছেলে নাইম ইসলাম
(৩২) ও দর্শনা থানা পাড়ার দর্শনা পরানপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম রবির মামলায় মুনজুর মোর্শেদের ছেলে ফাহিমকে(১৯) গ্রেফতার করে।

২০২১ সালের মামলায় দীর্ঘদিন পলাতক ছিলো নাইম ইসলাম ও ফাহিম । আজ তাদের দুজনকে ঐ মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে চুরি ঠেকাতে ৪ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এ চিনিকলে ৪টি কমপ্লেক্স নিয়ে গঠিত চিনিকলটি।এ চিনিকলের মৃল হচ্ছে দর্শনা ডিষ্ট্রিলারী। ইতিমধ্যে ডিষ্ট্রিলারী থেকে চুরি ঠেকাতে নানা মুখি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন নবাগত এমডি রাব্বিক হাসান।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের নবাগত সাধারন সম্পাদক হাফিজুর ইসলাম

হাফিজ বলেন,বর্তমানে কেরু ডিষ্টিলারীতে চুরি ঠেকাতে ৪ স্তরের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করেছে। যে সব শ্রমিক কাজ করে ফরেনলিকার ও বাংলা মদের ফ্যাক্টরিতে তাদের প্রত্যকের চেকিং করে বেরোনো ও ঢুকনো হচ্ছে। এবং গেটে ৪ জন দারুয়ান রাখা হয়েছে। এসব নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করার ফলে বর্তমানে চুরি শুন্যের কোঠায় চলে এসেছে।এসব পদক্ষেপ গ্রহন করায় এমডি রাব্বিক হাসানকে সাধুবাদ জানিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন ও সুধি মহল। দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি করার যতই চাতুরী ও কৌশল অবলম্বন করেন না কেন নিশ্চিত ধরা খাবেন চোরেরা ।

আজ দর্শনা কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান জানান, চোরেরা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার বা বংলা মদ চুরি করার যতই চেষ্টা করুক না কেন ধরা খাবে নিশ্চিত। দীর্ঘদিন ধরে দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি হয়ে আসছে নানা কৌশলে। ফলে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি বন্ধ করতে বেশ কিছু গোপন পদক্ষেপ নিয়েছেন কেরুজ নবাগত এমডি রাব্বিক হাসান।

তিনি আরো জানান দীর্ঘদিন কেরুজ মদ চুরি ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে এবার আমরা শুধু সিসিটিভি ক্যামেরা নয় বেশ কিছু গোপন পদক্ষেপ নিয়েছি। মদ চুরি করতে যত ধরনের কৌশল এবং ছলচাতুরতা অবলম্বন করুক না কেন আমারা ঠিক তাকে ধরে ফেলতে পারবো। এছাড়া তিনি চোরেদের উদ্যেশে সর্তক করে বলেন আগে যা করেছেন এখন থেকে ভাল হয়ে যান। সরকারী সম্পদ চুরি করে কেউ রেহায় পাবে না। ধরা পড়লে সাথে সাথে কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্প্রতি ডিষ্ট্রিলারীর ইলেক্ট্রিক হেলপার আব্বাস আলীর বাক্সে ৬ বোতল ফরেনলিকার ও খালী ২টি মদের বোতল উদ্ধার হয়।

এ ঘটনায় কেরজ কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যর তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে আব্বাস আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন। আগামীতে কেউ যদি মদ চুরি করে ধরা পড়ে তাহলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা কেরু চিনিকলে ১০ দিন পরে এলো টিএসপি সার ও কীটনাশক

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে হঠাৎ করে টিএসপি সার, মাটিশোধন ও কীটনাশক চরম সংকট, দেখা দেয়।

এলাকার আখচাষী কৃষকরা গত সোমবার ২১ অক্টোবর বেলা ১১ টার দিকে কেরু চিনিকল মিল গেট কেরু সার গোডাউন থেকে সার না পেয়ে ফীরে যাচ্ছিল কৃষকরা।

ঐদিন সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় আখ রোপনের জন্য অর্ধশতাধিক কৃষক সার না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এরপরেও ২০/২৫ জন কৃষক সার আসবে ভেবে আলমসাধু ইজিবাইক ও পাখিভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ আখ রোপন ভরা মৌমুমে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির কারনে আখ রোপন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কেরু চিনকলের গোডাউন থেকে সার না পাওয়াই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষকরা। এ বিষয়ে বেশ কিছু পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর তৎক্ষনিক কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়। তিনি নিজ উদ্দ্যগে গতকাল বুধবার সার ও কীটনাশক সমস্যা সমাধান করেন।

গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় একের পর এক ট্রাক ভর্তি সার কেরু গোডাউল এলাকায় প্রবেশ করছে। ফলে কেরু চিনিকল মিলগেট এলাকায় সার ও কীটনাশক সংকট সমস্যা নিরসন হয়েছে। ফলে আজ বৃহস্পতিবার থেকে সার সংকট থাকবে না বলে গোডাউন অফিসার মাহবুবুর রহমান জানান।

গতকাল বুধবার ৭টি ট্রাকে ৯৫ টন টিএসপি, ২শত টন এমওপি সার কেরু গোডাউনে মজুদ করা হয়েছে। এছাড়া গতকাল বুধবার ৩০০ শত টন ইউরিয়া সার পথের মধ্যে রয়েছে বলে জানান ঐ গোডাউন অফিসার। ফলে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী এখন থেকে সার ও কীটনাশক পাবে। মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমা খাতুনকে (৩০)আটক করেছে। আটককৃত তাসলিমা খাতুন দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের ফরজ আলীর স্ত্রী।

জানাযায় গতকাল বুধবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় রামনগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই অনুজ কুমার সরকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রামনগর গ্রামের ফরজ আলী ওরফে সবুজ এর বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষে। সেই সময় পুলিশ তার ঘরের কক্ষ থেকে ৩২ বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমাকে আটক করে।

আটককৃত তাসলিমাকে এসআই অনুজ কুমার সরকার বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত হুদাপাড়া মাছপাড়া নামক স্থান দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান পাচার করা হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের

অধিনায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনা মোতাবেক হুদাপাড়া বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার মো. মজনুল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের ৯৫/৩-এস পিলার হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছপাড়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ২ টার সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ সময় চালক মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল তল্লাশি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সার পাইপের মধ্যে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটের ভেতর থেকে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।